মায়া-তরু ও মোহিনী প্রতিমা।

(COMPILED.)

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা

১০ নং অপার চিৎপুর রোড টাউন প্রেসে

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] ১২৯০ সাল।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

মায়া-তরু।

A

MUSICAL MELANGE.

শ্রীগিরীশ চন্দ্র ঘোষ

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

১১৭ নং অপার চিৎপুর রোড টাউন প্রেসে।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

চিত্রভানু	...	গন্ধর্ব্বরাজ।
সুব্রত	...	ঐ দৌহিত্র।
দমনক, হারিত, মার্কণ্ড	...	সুবতের সখাগণ।

পঞ্চ রাগ।

স্ত্রী।

উদাসিনী	...	গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা।
ফুল-হাসি, ফুল-ধূলা		বনদেবীদ্বয়।

সখিগণ।

মায়া-তরু।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বত-প্রদেশ।

ফুল-হাসি শিলোপরি উপবিষ্টা।

(গীত)

পাহাড়ী পিলু, খেমটা।

না জানি সাধের প্রাণে, কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি,
আমিত প্রাণ দেবোনা, প্রাণ নেবোনা,
আপন প্রাণে ভাল ভাসি।
চপলা করে খেলা, ধরে গলা, বেড়াই সদাই অভিলাষি,
তারা তুলে, পরবো চুলে, করবো চুরি চাঁদের হাসি॥

এমন সুন্দর স্বভাবের শোভা ছেড়ে কেন পুরুষের দাসী হয়? আমি এই মন্দির সম্মুখে শপথ কচ্ছি আমি কখন দাসী

ব না। এইতো চারিদিকে নীল, অনন্তনীল, এতে কি প্রাণ ভরেনা? এইতো চাঁদ, পাতায় চাঁদ, ফুলে চাঁদ, জলে চাঁদ, চারিদিকেই চাঁদের মেলা—তবে আর কি চাই? যেন মনে হয় বিদ্যুৎ ধরে সাদা মেঘ গুলির গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে, কত দূর ভেসে যাই, কত দূরে, কত দূর চলে যাই। ফুলের মধু চুরি করে যেমন পবন পালায়, অমনি আঁচল বেঁধে তাকে ধরি, আবার ছেড়ে দিই, পালিয়ে যায়, আঁচল খানা নিয়ে পালায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাই। কখন এলো চুলে আঁচল দোলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলে বেড়াই। আমার আমি, আব কে আমার? এমন স্বাধীন সুখ যে বাঁধা রাখে সে আপন প্রাণের মান রাখে না।

নিম্নে সুরত, মার্কণ্ড, দমনক, হারিতের প্রবেশ।

কেদারা, তাল ফেরতা।

সকলে। রমিত বিপিন মাঝে মাতরে আমোদে মন।
জানায়ে জানারে প্রাণ তোর কিবা প্রয়োজন॥

সুর। সুনীল গগণ পানে, চাহিলে উধাও প্রাণে,
কি দেখি কি দেখি যেন হারায়েছি কি রতন।

সকলে। রমিত * * *

হারি। ফুল্ল ফুল অভিলাষে, দলে দলে অলি আসে,
সে গুঞ্জন, সে চুম্বন হেরি ঝরে দুনয়ন।

সকলে। রমিত * * *

মাম্বা-ভৈ[illegible]।
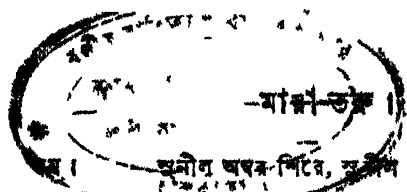
সুর। সুনীল অম্বর-শিরে, সুনীল অম্বর নীরে,
শ্যামল নবীন বর্ণ তরু নীল ভূষণ,
নীরবে কি গায় সবে ভরিয়ে ভুবন।

সকলে। রসিত * *

খাম্বাজ।

মার্ক। নবীন নবীন ঘাস, খেয়ে গাভী হাঁস ফাঁস,
চলে যাই দেখি তাই ভাবি কতক্ষণ,

বেহারা।

ঘুম এলে, যাই ভুলে অমনি শয়ন।

কুক্ষা। হায় হায় এও শোনবার কথা, (সুব্রতকে দেখিয়া) মরি মরি এও কি দেখবার জিনিস? না কোথাও যাই,—না, একটু দাঁড়িয়ে যাই।

সুর। দেখ ভাই আজ আমরা কত দূর বনে এসেছি, হেথা আজ স্ত্রীলোকে এসে আমাদের আমোদের বিঘ্ন কর্ত্তে পারবে না, আমরা প্রাণ ভরে প্রাণের কথা গাইতে পার্ব্বো। ভাই দমনক, বল দেখি সুন্দর কি?

দম। ভাই সুন্দর প্রাণে যে দিকে চাই, সকলই সুন্দর। সুন্দর যত চাই তত পাই, কিন্তু আবার পাই পাই যেন পাই না।

হরি। আমি বলি ভাই কান্নাই সুন্দর, ফুল দেখে যখন কাঁদি, আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

সুর। মার্কও কি বল, ঘুমুলে নাকি?

মার্ক। ঘুমুবো কেন? পড়ে পড়ে শুনছি। তোমার দৌরাত্ম্যে তো কোন পুরুষে মেয়ে মানুষ দেখি নি, মধুর

[illegible]খেছি, পাখী দেখেছি, গরু দেখেছি, আর সেই ঘুঁটে কুড়নি [illegible] দেখেছি; তুমি রাগই কর আর যাই কর, তার কথা গুলি বড় মিষ্টি।

সুর। মার্কণ্ড পরিহাস রাখ, নবীন দূর্ব্বাদলের উপর যে গাভী ভ্রমণ করে, দেখ্‌তে সুন্দর তাব সন্দেহ নাই, কিন্তু আর কিছু কি সুন্দর দেখনি?

মার্ক। আমি ছাই কি আর বল্‌তে এলেম, তাইতো সেই বুড়ীর কথা তুলেছি।

সুর। ছিঃ! ছিঃ মার্কণ্ড! তুমি কি মলয় মারুতের সঙ্গীত শোন নাই! এমন সুন্দর কথাতেও তোমার পরিহাস! তুমি পাপিষ্ঠা বুড়ীর কথা নিয়ে এলে?

মার্ক। ভাল সে বুড়ী ভাল না লাগে, সে আমার আছে, তোমার কি?

মম। না ভাই তোমার আর কথায় কায নাই, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক, আমরা দুটো কথা কই।

মার্ক। আঃ! এমন কি বুড়ী, ওঁদের আর কিছুতেই মন উঠে না।

সুর। ভাই ও কথা পরিত্যাগ কর।

মার্ক। রোজ রোজ কিছু বলি না, মনের রাগ মনে মেরে পড়ে ঘুমুই। বাতাস সোঁ করে চলে গেল, বল্ বাপু যে তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে এলুম, গায় ঘাম ম'লো;-তা নয়, কেউ বলে উঠলেন, কেমন গান করে গেল, কেউ বল্লেন খেলা করছে, যা নয় তাই সকলে বল্‌তে আরম্ভ কল্লেন। একটী ফুল ফুটেছে, তুল্‌তে গেলুম, বল্লেন তুলনা তুলনা ব্যথা পাবে;

যা থাকে কপালে, বাতাস ভোঁ করে খেলে বল্‌বো, ফুলও ছিঁড়বো ; আর এক দৌড়ে চল্লেম, সে মাসীর কথা শুনিগে। আহা! সে কেমন বল্লে "কে গা তুমি" আর এঁরা হলে বল্‌তেন "মার্কণ্ড ঘুমুচ্ছ? ঐ বুলবুল ডাকছে শোন।" গান শুনতে ইচ্ছে হয় আপনারা গাও, দুটো কড়ি মধ্যম লাগাও ; করে তুলেছেন সৃষ্টি-শুদ্ধ গাইয়ে; পাতা গাইয়ে, লতা গাইয়ে, জল গাইয়ে, হাওয়া গাইয়ে; সৃষ্টি-শুদ্ধ গাইয়ে হলে আমরা দাঁড়াই কোথা!

হারি। মার্কণ্ড তোমার সেই বুড়ীর কাছে যাও।

মার্ক। না ভাই সুরত রাগ কর না।

সুর। দেখ ভাই স্ত্রীলোকের কথা তুমি উপহাসেও মুখে এনো না; মাতামহ বলেন জ্ঞানী লোকের এই মত যে অমন কুৎসিত বস্তু আর নাই ; স্বর্গ আর নরকে প্রভেদ কি? যেখানে সুন্দর বস্তু সেই স্বর্গ, যেখানে কুৎসিত বস্তু সেই নরক। এত সুন্দর থাকতে তুমি সেই কুৎসিত কথা মনে কর কেন?

মার্ক। (স্বগত) কে জানে বাবা কেমন আকরে টানে।

ফু-হা। (স্বগত) কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! জগতে সকলই সুন্দর কেবল নারীই কুৎসিত! ভাল আমি দেখ্‌বো, এও এক সুন্দর খেলা, এখন যাব না, আর কি বলে শুনি। কিন্তু পুরুষও নিতান্ত কুৎসিত নয়, ভালই ত সুন্দর লয়েই আমার খেলা। যেমন মেঘের সঙ্গে খেলা ভাল না লাগলে, ফুলের সঙ্গে এসে খেলি; এ খেলা না ভাল লাগে, আবার চাঁদের সঙ্গে খেলবো, আর এ খেলার পানে ফিরেও চাব

না। আজ চাঁদের সঙ্গে খেলবোনা—কি খেলবো তাই ভাবি, আর ওরা কি বলে তাই শুনি।

(সুরত অগ্রসর হইয়া)

সুর। দেখ, দেখ, কি অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি! এস ভাই আমরা পবিত্র মনে দেবীর পূজা করি।

কু-হা। আমায় দেখতে পেয়েছে কি? কে জানে। পুরুষকে দেখা দিলেও স্বাধীনতার কতক কমে।

(পুঃগণ, গীত)

(খাম্বাজ—একতালা)

ঘোররূপা ঘন বরণা, শবাসনা, দিক বসনা,
লগনা মগনা, রুধির দশনা, ত্রিনয়না তারা
তার দীন জনে।
মুক্তকেশী শিশু শশী শিরে,
ভৈরবী ভীমা দনুজ রুধিরে,
তপন কিরণ, চরণ শোভন,
অট্টহাসি যামিনী দমন,
পলকে পলকে অনল ঝলকে,
নৃত্য তাথেই ডাকিনী সনে।

(প্রস্থান)

(চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। হা হতভাগিনি! তুই আমার কন্যা হয়ে, অমরত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, সামান্য মনুষ্যের দাসী হলি! চন্দ্রশেখর রাজাই হউক আর যাই হউক, মনুষ্য বইতো আর গন্ধর্ব্ব নয়। তোর এই মহাপাপের মৃত্যুতেও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। তুই আমার

সন্তান হয়ে যেমন আমার হৃদয় দগ্ধ করেছিস, তোর পুত্র তোকে, তোর হেয় জাতিকে আজীবন ঘৃণা করবে, এই তোর শাস্তি। চিত্রভানু জীবিত থাক্‌তে সুরত কখন কোন নারীর সহিত প্রণয় সম্ভাষণ করবে না। মা করাল-বদনে! আমি অবশ্যই তোমার চরণে সহস্র অপরাধে অপরাধী, নচেৎ আমার সন্তানের মন সামান্য নয় কিরূপে হরণ করবে! এই শেল চিরদিনের জন্য কেন আমার বুকে বিদ্ধ হবে! হায়! হায়! সে অভাগিনীকে আর জীবিতা দেখলেম না! সুরত! আমার সুরত, হা ধিক্ মনুষ্য সন্তান!

ফু-হা। আমার মন থেকে একটা বোঝা নেবে গেল, স্ত্রীলোকের প্রতি বিরাগ, শিক্ষিত বিরাগ,—স্বভাব জাত নয়, দেখবো কেমন শিখিয়ে এ বিরাগ রাখতে পারে?

চিত্র। দমনক্, হারিত, মার্কণ্ড, এরা মনুষ্য সন্তান বটে, কিন্তু এদের আমি শিশুকাল হ'তে লালনপালন ক'রে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা জন্মে দিছি, এমন কি তারা স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখে না। করাল-বদনে! এই আমার প্রতিহিংসা, এই আমার তৃপ্তি, এই আমার জীবনের সুখ। এই আক্ষেপ সে রাক্ষসী জীবিতা নাই। তার প্রতি, তার পুত্রের ঘৃণা তাকে দেখাতে পাল্লেম না।

ফু-হা। আমার আক্ষেপ সে জীবিতা নাই, তার পুত্রের নারীর প্রতি কিরূপ অনুরাগ জন্মায় তা দেখাতে পাল্লেম না। দেখি বিরাগি! তোমার উপদেশ আর আমার খেলা। তারা কি এদিকে আর আসবে? এ বড় সুন্দর খেলা। মা করাল-বদনে! আমিও তোমায় প্রণাম করি, যেন মা এ

খেলা খেলাই থাকে, খেলতে খেলতে আবার যেন চাঁদে গিয়ে খেলাই। কিন্তু আজ সে খেলা ভাল লাগ্‌বে না।

চিত্র। মা জগদম্বে! তাপিত হৃদয় শীতল কর মা! হায় মনের আশা জুড়াবার জন্য কুক্ষণে এ কানন-বাসী হয়েছিলেম। তা না হলে চন্দ্রশেখর কিরূপে আমার কন্যার সাক্ষাৎ পেত,—মা গো এ অভাগাকে ভুলো না!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত-প্রদেশ,—জলপ্রপাত।

(ফুল-ধূলার প্রবেশ।)

(গীত)

(ভীম পলাশি, মধ্যমান)

ফু-ধূ। নির্ঝর শীতল, শীতল ফুল দল,
শীতল চন্দ্রমা হাসি।
কিরণ মাখিয়ে, ফুল দলে ঢাকিয়ে,
ধীর সমীরে ভাসি॥
মুক্ত চিকুর, মৃদুল সমীর,
হেলা দোলা, নয়ন বিভোলা,
চাঁদ পানে চাই, চাঁদ পানে ধাই,
চাঁদ ঢালে সুধারাশি॥

ক দিন হাসির গলা ধরে বেড়াইনি, সে একলা বেড়াতেই ভাল বাসে, কদিন যেন একলা বেড়ান ধরেছে।

(সুরতাহির প্রবেশ)

(গীত)

শ্রী, ঝাঁপতাল।
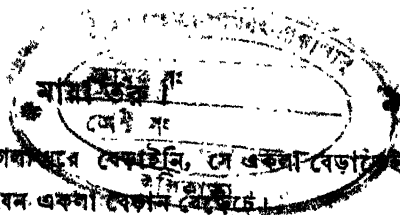
সু। পবিত্র সঙ্গীত রসে মাতাও হৃদয়।
পরাণ ভরিয়ে, ভুবন পুরিয়ে,
সুর-ব্রহ্ম পদে সুর হও গিয়া লয়।
জল স্থল সমীরণ, তপন গগন ঘন,
ঐকাতান তোল তান ঢালিয়ে পরাণ।
ব্যাপিয়ে অনন্ত স্থান অনন্ত সময়।

ফু-ধূ। আহা! এ কে গান গায়, আহা আহা কে এ, আমার সঙ্গে বেড়ায় না? ও যদি বেড়ায়, আমি ওর সঙ্গে কত দূর যাই। ও যদি হাত পাতে, আমি ওর হাতে মাথা রেখে, বাতাসের উপর শুয়ে, আমিও গাই, আর এক একবার ওর মুখ পানে চাই।

(গীত)

পরজ, একতালা।

দম। সিত পীত লোহিত হরিত মেঘ মালা গগণ ভূষিত,
স্বর্ণ কিরণ লোহিত তপন, নাবিল নাবিল ডুবিল সাগরে।
পরিয়া লতিকা কুসুম মালা, সমীরে ডাকিয়ে করিছে খেলা,
রহিয়ে রহিয়ে প্রাণ মোহিয়ে, নবীন পাতা স্বভাব গাথা,
তর তর তর ঝর ঝর ঝর গাইছে শুন মধুর স্বরে।

স্ফুধ্‌। এও সুন্দর প্রায়, এও সুন্দর! কিন্তু যেমন চাঁদ সুন্দর, আর তারা সুন্দর; সাগর সুন্দর, আর সরোবর সুন্দর; যেমন পর্ব্বত সুন্দর, আর তরু সুন্দর; যেমন পদ্ম সুন্দর, আর শেফালি সুন্দর; একজনের সৌন্দর্য্য ধরে না, অসীম! আর এরা আপনা আপনি সুন্দর।

সুর। স্বভাবের শোভাত ভাই প্রাণ ভরে দেখি, আর কি দেখ্‌তে চাই ভাই?

(ফুল-হাসির প্রবেশ)

ফু-হা। আমিও তাই চিরদিন মনে কত্তেম কি দেখতে চাই? এই যে ধূলা দাঁড়িয়ে রয়েছে; দেখ ও বুঝি যা দেখতে চায়, তাই দেখছে। চিত্রভানু বলেছিল, 'কুক্ষণে এ কাননে এসেছি,' আমি বুঝেছি, ক্ষণ কু নয় এ কানন কু। দিন দিন যে আমার খেলা প্রাণের খেলা হলো! কিন্তু আমি জগদম্বার কাছে শপথ করেছি স্বাধীনতা হারাবো না, কি জানি নারীর কি স্বাধীনতাই সুখ! আহা লতাটি কেমন ডালে ভর দিয়ে রয়েছে! ডালটী না থাক্‌লে অমন আনন্দে দুল্‌তো না।

সুর। ভাই দমনক্‌, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না?

দম। ভাই উত্তর আমিও খুঁজ্‌চি, পাই না।

সুর। ভাই আজ আমাদের এ বিষাদের ভাব কেন?

হাসি। ভাই! প্রাণ তো সকলই চায়, আবার কিছুই যেন চায় না, দেখ মার্কণ্ডও বিষণ্ণ ভাবে বসে আছে।

মার্ক। মার্কণ্ড মার্কণ্ড ক'চ্ছে, আমি যাহ্ন কি ভাবুবো তাই ভাবছি।

ফু-ধূ। ভাল আমি কেন দেখা দিই না, ওদের সঙ্গে কথা কই। তোমরা কে বনে বসে গান কচ্চো?

মার্ক। আহা হা মধু ঢেলে দিলে গো! আমরা কে বল্‌বো এখন, তুমি অমনি করে জিজ্ঞাসা কর, খানিক জিজ্ঞাসা কর।

সুর। ভাই এ বনে কোন রাক্ষসী এসেছে। যে স্থলে দুর্জ্জন, সে স্থল ত্যাগ কর্‌বে, চল আমরা এখান হ'তে যাই। (স্বগত) একি মায়া প্রভাবে এদের স্বর এত মধুর!

হারি। এস মার্কণ্ড।

মার্ক। বাবারে এদের একটু দয়াও নাই, ধর্ম্মও নাই; মনকে বোঝাই পবন সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, জল সুন্দর, আর ঐ যে জিজ্ঞাসা করলে 'তোমরা কে,' সুন্দর নয়। আরে এ যে চাক্ষুস, তবু বলবে নয়,—নয় তো নয়; বাবু তোদের সঙ্গেই যাচ্ছি। দেখ, আমরা যেতে যেতে তুমি আর গোটা কতক কথা কও না।

(প্রস্থান)

ফু-হা। এত স্পর্দ্ধা—তবু কেন আমার মনে আনন্দ হলো?

ফু-ধূ। অদৃষ্টে এও ছিল! যারে সুন্দর ভেবে, নিকটে গেলেম সে রাক্ষসী ব'লে চলে গেল?

ফু-হা। (অগ্রসর হইয়া) ধূলা! তুমি একলা দাঁড়িয়ে রয়েছ?

ফু-ধূ। কি অসার মন! আমায় যে ঘৃণা কল্লে, তার অনুসরণ কর্ত্তে ইচ্ছা কচ্ছে।

ফু-হা। (স্বগত) এরও খেলা ভারি বোধ হচ্ছে (প্রকাশ্যে) ভাই তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্চ না, কি ভাবচ?

ফু-ধূ। ভাই হাসি! তুমি সত্য বল, তুমি একলা বেড়াও কি দেখে? আমিও এবার একলা বেড়াব।

ফু-হা। নানা চল খেলিগে।

ফু-ধূ। না হাসি, আমার খেলার দিন আজ ফুরা'ল।

(প্রস্থান)

ফু-হা। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে। দাসী হবনা পণ করেছি; কিন্তু প্রাণ দাসী হতে লালায়িত।

প্রাণ বাঁধিতে ফিরাতে নারি।
মনের অনল মনে নিবারি॥
পারি কিনা পারি, হারি হারি হারি,
ধিক্ জনম, ধিক্ নারী,
আমারি প্রাণ নহে আমারি!

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত-প্রদেশ।

চিত্র। আহা! আমি কদিন হ'তে স্বপ্ন দেখছি,—যেন আমার পদতলে ব'সে আমার অভাগিনী কন্যা রোদন ক'রে বল্‌ছে, "পিতঃ ক্ষমা কর," মা করুণাময়ি! যদি তোমার করুনার

সে অভাগিনী জীবিতা হয়, আমি তারে ক্ষমা করি। মাগো! অভাগার অসম্ভব আশা কি পূর্ণ হবে?

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। (পদতলে) পিতঃ তবে ক্ষমা করুন্।

চিত্র। একি! এখনো কি আমি নিদ্রিত?

উদা। পিতঃ! নিদ্রা নয়; সত্যই অভাগিনী জীবিতা। আমি এই পর্ব্বত গুহায় বাস করে ছিলেম, যখন আপনি বাহিরে যেতেন, আমি সুরতকে কোলে ক'রে কাঁদ্‌তেম। সুরতের জ্ঞান হ'লে কত চেষ্টা ক'রেছি যে, সুরতকে গুহায় লয়ে যাই কিন্তু সুরত তোমার উপদেশানুসারে নারীর মুখ দেখ্‌বে না ব'লে আমার মুখাবলোকন কর্‌তো না। মার্কণ্ড সুরতের সাথী, সুতরাং আমারও সন্তান তুল্য, আমি কত দিন তারে আদর করে তৃপ্ত হয়েছি, সেও আমায় দেখ্‌লে বুড়ী বুড়ী ক'রে আমার কাছে আসে।

চিত্র। তোমার স্বামীর গৃহ তুমি ত্যাগ ক'রে এলে কেন?

উদা। আমার স্বামী লোক নিন্দার ভয়ে, আমার পুত্রকে পুত্র ব'লে গ্রহণ কর্‌বেন না, এই অভিমানে তাঁর কাছ হতে চলে এসেছিলাম।

চিত্র। সদ্যজাত শিশু আমার শয্যায় কিরূপে এল?

উদা। আমিই রেখে এসেছিলেম। আর পত্র লিখে, সুরত কে তার পরিচয় দিয়েছিলাম।

চিত্র। সে পত্র আমি পেয়েছিলাম, তুমি মরেছ এ মিথ্যা কথা লিখলে কেন?

উদা। আমি মরণ সঙ্কল্প করে তিন দিন এই দেবীর নিকট

উপবাসী ছিলাম; কিন্তু কে যেন বল্লে, "তোর মৃত্যু নাই, কেন অকারণ আত্মাকে ক্লেশ দিস্? কিছু দিন অপেক্ষা কর্, সকলই হবে।"

চিত্র। বৎসে! তোমায় কত দিন দেখিনি।

উদা। পিতঃ! চলুন বিশেষ কথা আছে।

(প্রস্থান)

(ফুল-হাসির প্রবেশ)

ফু-হা। মাগো! তোমার মনে কি এই ছিল মা, যে দিবানিশি আমি অন্তর্দাহে দগ্ধ হব? ইহ কালে কি শীতল হব না? ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছা কে খণ্ডন করবে? কিন্তু তথাপি আমি শপথ বিস্মৃত হব না, আপনার ভগ্নীর পথের কণ্টক হবোনা। সুরত যদি ঘৃণা করে মুখ ফেরায়, সহস্র বৎসরের আদরেও ভুলবো না। কি দাসী হব? কখন না। অন্তরের জ্বালায় অন্তর জ্বলে জ্বলুক্, কেউ দেখ্‌তে পাবে না, মুখে হাসবো; মন কাঁদে কাঁদুক্, তবু মনে জান্‌বো আমি স্বাধীন। এই যে ধুলা আস্‌চে আমি একটু অন্তরালে দাঁড়াই।

(অন্তরালে গমন)

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূ। কৈঁ সে যোগিনী যে বলে ছিল, আজ আমি দেবী পূজা করলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে; তাকে তো হেতা দেখিতে পাচ্ছিনা, দেখি কোথায় গেল।

(প্রস্থান)

ফু-হা। (অগ্রসর) এল আর চ'লে গেল কেন? কোথায় গেল দেখি। (প্রস্থান)

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। দেখি কতদূর কৃতকার্য্য হই, প্রতিমার পশ্চাতে দাঁড়াই।

(প্রস্থান)

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূ। আমি মিথ্যা কেন সে যোগিনীর অনুসরণে সময় অতিবাহিত কচ্চি। মা ভৈরবি! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে! প্রণাম কর। কুণ্ডস্থিত জল মস্তকে দাও, তা হ'লে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফু-ধূ। সত্যই কি দেবী কথা কইলেন? করুণাময়ী আবার বল; কৈ, আর তো কিছু শুনিনা,—ভাল দেবীর আদেশ পালন করি। (তথাকরণ ও বৃদ্ধা বেশে পরিণত)

(জলে মুখ দেখিয়া) মা ব্রহ্মময়ি! এই কি তোমার মনে ছিল? জগতে আমায় ঘৃণার ভাজন করলে? মাগো! তুমিও রমণি! রমণীর রূপ সর্ব্বস্ব তাকি তুমি জান না?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে! দেব বাক্যে বিশ্বাসহারা হ'য়ো না।

ফু-ধূ। ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছাই র'বে, আমার আক্ষেপ বৃথা!

(মার্কণ্ড ও হারিতের প্রবেশ)

মার্ক। ভাই সে বুড়ী বলেছে, যে দেবীর কাছে এলেই সুরতের মন ফিরবে।

মার্ক। একি কথা হ'লো? মেয়েমানুষের মুখ দেখ্‌বে না। আমি যে আর পারিনা।

হারি। না পার, বে করগে।

মার্ক। সুরত রাগ করে যে, নইলে কি ছাড়্‌তেম। আমি সুরতের রাগ সইতে পারিনা। আহা হা! দেখ! দেখ! কি রূপ লাবণ্য দেখ!

হারি। আরে আ মলো ও যে বুড় ডাইনিরে। ওর আবার রূপ লাবণ্য কি?

মার্ক। তুমি ডাইনি ফাইনি বলোনা বাবা, আপ্তবিচ্ছেদ হবে।

হারি। আরে চোক চেয়ে দেখনা কারে বল্‌ছিস্ সুন্দর।

মার্ক। মাইরি! রসের কথা দেখ? ওকে সুন্দর না বলে, কেলে তোমরাকে সুন্দর বল্‌বে।

ফু-ধূ। হায়! এরা আমায় বিদ্রূপ কচ্চে। আমি এখনি দেবী সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ কর্ব্বো।

(মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধ করণ)

মার্ক। ঐ যা, দোর দিলে। বলি দেখ দেখি, এতে কি বল্‌তে ইচ্ছে করে, আমি তো গিয়ে দোর খুলে ঢুকি। (দ্বারে আঘাত) ঐ যা দোরে খিল দেছে—ওগো আমি তোমায় দেখ্‌বো না দোর খোল।

হারি। ডাইনি বলে ডাক্‌না, নইলে উত্তর দেবে কেন?

মার্ক। ছিঃ! তোমার প্রাণে একটু দরদ নেই। আমার এদিকে প্রাণ ক'চ্চে তুলরাম খেলারাম, উনি বল্‌ছেন ডাইনি— ওগো দোর খোল, আমি কালী পূজা কর্ব্বো, মাইরি। আঃ ছিঃ!

দোর দিয়ে রাত দিন তামাসা ভাল লাগে না; খোল না হে।—না বাবা মোলায়েম প্রাণ না; নাও ঢের ঢের সাদা চুল দেখেছি, সাদা চুল বল্কে অত গুমর, অমন রূপুলি চুল কি আর কারো নাই,—ও ভাই হারিত তুই ডাকনা দাদা—একটা বন্ধু মানুষ ফেরে পড়েছি, একটু উপকার কর্ ভাই।

হারি। ও ডাইনি দোর খোল্——

মার্ক। ছিঃ তুমি বড় চটানে লোক—চেটাং ছেড়ে একটু মোলাম ডাক না।

হারি। তুমি এক কায কর; একটা গান গাও, তা হ'লেই দোর খুলবে।

মার্ক। বেশ বলেছ।

(গীত)

সিন্ধু খাম্বাজ, খেম্‌টা।

প্রাণ জ্বলে সখারে সে মুখখানি মনে হলে।
মনটা করে আঁদাড় পাঁদাড়, ভোলাই তারে কি ছলে॥
সাদা সাদা চুল গুলি, গালেতে পড়েছে ঝুলি,
কপালে পরেছে রুলি, চক্ষু দুটী ঢল্ ঢলে॥

ওরে দুপাশটা গাইলেম তবু দোর খোলে না।

হারি। তুমি ভাই এক কায করতে পার——

মার্ক। র'সো, তুই একটু দাঁড়াস ভাই। আমার সেই রাগ রঙ্গের মূর্ত্তি দেখাই; ঐ মাঠে আমার রাগেরা গরু চরাচ্ছে; ডেকে আনছি, সুরতকে দেখাব বলে তাদের সাজিয়ে রেখেছি।

(প্রস্থান)

হারি। দেখি কি তামাসা করে।

(প্রস্থান)

(উদ্দা, ফু-ধু পুনঃ প্রবেশ)

উদ্দা। বৎসে! আমি যেমন যেমন বলেছি, তোমার সখীগণকে লয়ে তদ্রূপ কর, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফু-ধু। আমার সখীরা সম্মত হবে?

উদ্দা। এই চরণামৃত পান ক'ল্লে অবশ্যই হবে।

(মন্দির মধ্যে প্রস্থান)

(ফুল-ধুলার প্রস্থান)

(সুব্রত, মার্কণ্ড, হারিত ও রাগ সকলের প্রবেশ)

শ্রী। আমার বিষম ফাঁদন বুকের শ্রী মাইরি সবাই দেখনে।
আমার মাথার শ্রী গোবর গিরি আমি দৌড় দিই টেনে॥

বস। র, র, র, শান্তমূর্ত্তি দেখাই র, আমার।
এমন খোদন খাদন বদন খানি বল দেখি কার।
আবার পেছনে তে আসতেছে যে বাবা সে আমার॥

ভৈর। ধপা ধপ্ তিনটী নয়ন টক্ টকে।
আমি এলেম হেথা তাল ঠুকে।
আবার এক পাশেতে থাপ্‌টি মেরে,
নিশি ভোরে, ঘুমের ঘোরে নাদ সুরে উঠি ডেকে।

দীপ। দপ্ দপ্ জলছে আগুণ, ধূ ধূ ধূ।

মেঘ। গড়্ গড়্ গড়্ ফু, ফু, ফু।

দীপ। চোপ্ চোপ্ সামলে থাকিস্, আবার ধূ ধূ।

মেঘ। গড়্ গড়্ উড়বি কোথা, আবার ফু ফু।

দীপ। ধু ধু ধু।

মেঘ। ফু ফু ফু।

দীপ। (চড় মারিয়া) দপ্ দপ্ এবার পালা।

মেঘ। (কিল মারিয়া) গড় গড় ছুটে পালা।

সকলে। রাগ রঙ্গে মোরা রঙ্গ ফাটাই।
সুরের ঈশ্বর, সুরের ঠাকুর,
জনে জনে মোরা সুরের কানাই,
নাচি গাই, আর কেন যাই, পালাই
পালাই, অনুমতি হয় বিদায় চাই।

(রাগগণ প্রস্থান)

(গীত)

(বেহাগ খেম্টা)

সুর। প্রাণ ভরে প্রাণ শোভা হেরে,
তবু কেন সাধ মেটেনা।
প্রাণ কি ভালবাসে, কিসের আশে,
কি যেন প্রাণ আর পাবে না।
না জানি ক্ষণে ক্ষণে, কত সাধ উঠে মনে,
বলি বলি কাক্সনে, সদাই প্রাণে হয় বাসনা।
ফেরে প্রাণ ছায়া পথে, কে যেন কোথা হ'তে,
মধুর হাসে, মধুর ভাষে, হাসে ভাষে
আর ভাষে না।

চল ভাই দেবী পূজা করি। একি মন্দিরের কপাট বন্ধ করলে কে ?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) যদি ভস্ম হ'তে ইচ্ছা না থাকে, দ্বারে আঘাত করে যোগিনীর ধ্যান ভঙ্গ ক'রো না।

সুর। একে কথা কয়!

হারি। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

সুর। তিনিই বা হন। মাতামহ বোলেছেন, যে এই মন্দিরে একজন যোগিনী এসেছেন তিনি অতি পবিত্রা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ায় দোষ নাই। মাগো এ দীন সন্তানকে এক বার দেখা দিন। আপনার দর্শনে পবিত্র হই।

উদা। বৎস! অপেক্ষা কর।

মার্ক। এইবার বাবা যায় কোথা—দোর খুল্‌বে আর ধোরব আঁচল টেনে, ভস্ম হই হব।

(উদাসিনীর প্রবেশ)

ও বাবা! একি এ যে সেই বুড়ীর মতন! আঃ! ছি ছি ছি; এর জন্যে এত রাগ রঙ্গ দেখান।

উদা। (সুরতকে) বৎস কি চাও?

সুর। মা কি চাই তা জানি না; কি চাই তা জান্‌তে চাই।

উদা। ভাল এই চরণামৃত পান কর।

দম। মা আমায় ও একটু দিন্।

হারি। আমায় একটু।

মার্ক। আমায়ও ফোঁটা দুই।

উদা। যে যে এ চরণামৃত পান ক'রে, সকলেরই মনের অভাব পূরণ হবে।

মার্ক। এমন নইলে চন্নামৃত! যেই দেখ্‌বো অমনি তেড়ে গিয়ে ধর্‌বো, কি বল হারিত?

সুর। আহা আমার প্রাণ মাধুরী লহরে আন্দোলিত! মরি! মরি! এ মধুর সঙ্গীত কোথা হ'তে হয়। আহা এমন সুন্দর তরু তো কখন দেখি নাই।

(বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে)

(গীত)

(ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী)

হাসে শশধর মধুর যামিনী।
শীতল স্নিগ্ধ করে রজত মেদিনী॥
তারা দল জাগে, প্রেম অনুরাগে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়না ভামিনী।
মলয় বিহরে, কলিকা শিহরে,
পর পরশনে কুমারী কামিনী।
ধূসর নীরদ, চলে ধীর পদ,
মরি ক্ষীণ তনু না হেরি দামিনী॥

সুর। আহা একি মায়া-তরু?
আয় তরুবর তোরে করি আলিঙ্গন।

(ফুল-ধূলার তরু হ'তে নির্গমন)

ফু-ধূ। রেখ রেখ পদে তব নিলাম শরণ॥

ভৈরবী ঠুংরি।

সুর। রবি শশী তারা দামিনী হাসি,
নব তরু রাজি কুসুম রাশি,
হেরি দিবা নিশি প্রাণ উদাসী,
রঞ্জিত গাথা চাহি তো প্রাণ।
না জেনে মজিত, না জেনে পূজিত,

না দেখে হৃদয়ে দিয়েছি স্থান।
সে সাধ পূরিল, প্রাণ ভরিল,
করলো কাতরে করুণা দান ॥

ভ্রম। আলিঙ্গন করি তরু নবীন পল্লব।

(একজন স্ত্রীলোকের তরু হ'তে প্রকাশ)

স্ত্রী। এসহে হৃদয়ে এস হৃদয় বল্লভ ॥

হারি। আয় তরু করি তোরে আলিঙ্গন দান।

(২য় স্ত্রীলোকের প্রকাশ)

দ্বি-স্ত্রী। সঁপিছে অধিনী পদে কুল শীল মান ॥

মার্ক। আয়রে অটবী তোরে ধরি এঁটে সেঁটে।

(তৃতীয়ার প্রকাশ)

তৃ-স্ত্রী। এই যে এলাম নাথ আমি গুঁড়ি ফেটে ॥

মার্ক। আরে র; সে যে ছিল লম্বা চৌড়া, এ যে বেঁটে সেঁটে। যাই হ'ক এতো আমার হলো একচেটে।

সকলে।

(গীত)

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হাসরে যামিনী হাস প্রাণের হাসি রে।
আজ পেয়েছি তারে যারে ভাল বাসি রে ॥
মুচকে হাস কুসম কলি, মন বুঝেছি খুলে বলি,
প্রাণ বয়ে যায় সুধার রাশি, সুধার রাশি রে।

দু-হা। হা! এক দিনের খেলা আমার এক দিনে ফুরা'ল।

যবনিকা পতন।

মোহিনী প্রতিমা।

THE MAGIC STATUE.

গীতি-নাট্য।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।
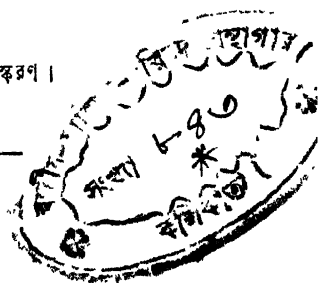
কলিকাতা
১১৭ নং অপার চিৎপুর রোড টাউন প্রেসে
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাঠক ধীমান্‌ !

পাষাণে প্রেমের স্থান ; পাষাণের (ও) গলে প্রাণ,
পাষাণে প্রেমের খেলা কোথা তার সীমা ?
প্রতিদিন আশা যায়, পাষাণ ফিরিয়া চায়;
পাষাণে অঙ্কিত দেখে মোহিনী প্রতিমা।

১২৮৭
১৯শে চৈত্র } শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

হেমন্ত।

নিহার।

সাহানা।
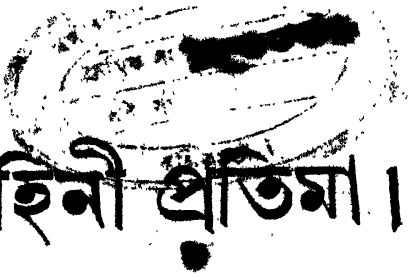
কুসুম।

ভদ্র পুরুষ ও মহিলাগণ।—

মোহিনী প্রতিমা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিত্র-শালা।

হেমন্ত ও সাহানা।

(গীত)

পাহাড়ি পিলু—খেম্‌টা।

সা। ছি ছি ছি ভালবেসে আপন বসে কে রয়েছে।
সাধে বাদ আপনি সেধে কেঁদে কেঁদে দিন বয়েছে॥
যেচে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে,
দিন গিয়েছে প্রাণ রয়েছে, সাধের খেলা কাল হয়েছে॥

হেম। ধারে প্রাণ ব্যাচো নাকি?

সাহা। তুমি কি একজন খদ্দের?

হেম। আমায় কি তুমি ধারে বেচ্‌বে?

সাহা। সুদ শুদ্দো দাও যদি।

হেম। না ভাই তোমার সঙ্গে কারবার পোষাল না, প্রাণই আছে আবার সুদ পাবো কোথা? তোমার মত সুদ খোরের কাছে আমি ধার লই না।

সাহা। তোমার মত জোচ্চোরকেও আমি ধার দিই না। ছুটো মিষ্টি কথার দালালিতে ভুলে আমি প্রাণ বেচে পথে পথে বেড়াই আর কি?

হেম। এত ভয়? তুমি মহাজন নয়; তা'হলে এত ভয় থাক্‌তো না।

সাহা। আর তুমি ভারি মহাজন, সম্বল এক গুঙ্কো প্রাণ।

হেম। তাই কোন্ রাখতে পেরেছি, হাতে হাতে সঁপে দিয়েছি।

সাহা। কাকে?

হেম। এই না আমায় জোচ্চোর বল্‌ছিলে?

সাহা। আবার যে এখনি বল্‌বো।

হেম। কেন?

সাহা। এই দালালিতে।

হেম। বুঝিছি কোন কথাই শুনবেনা, আমার যা সম্বল ছিল তাতো পেয়েছ, আর কথায় কায কি!

সাহা। আহা! ভুলিয়ে প্রাণ কেড়ে নিইচি—না? ঢের ঢের স্যাকা দেখেছি।

হেম। কিন্তু এমন আর দেখনি।

সাহা। এক রকম মন্দ বলনি, দুদিন ধরে ন্যাকামো ফুরোলো না।

হেম। যত তোমার সঙ্গে দেখা হবে তত বাড়বে।

সাহা। ভালওতো লাগে।

হেম। খুব——

সাহা। এবারে কি উত্তর দিই বল দিকি?

হেম। আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, তবে ত উত্তর দেবে। প্রাণ না পেলে বুঝি প্রাণ দাওনা?

সাহা। পাবার পিত্তেস্ থাকলে দিই।

হেম। তবে আর মহাজনি করো না, যদি কত্তে চাও পিত্তেস্ করো না।

সাহা। নিপিত্তেস্ হয়ে, প্রাণ হাতছাড়া কত্তে বল নাকি?

হেম। বলিনি; সে সক্ থাকে তো কর।

সাহা। অমন সকে কায নাই।

হেম। কায কি কারু থাকে? কায আপনা হতেই হয়।

(গীত)

সাহানা—আড় খেমটা।

প্রাণের মতন পেলে পরে, প্রাণ কি কারো মানে মানা।
না পেলে প্রাণ দেবেনা ভালবাসা সে জানেনা॥
চাইনে তো ভালবাসা, দেখবো কেবল করি আশা,
পিয়াসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা?

সাহা। বেস্ বেস্ রসিকরাজ, শিখলে কোথা ?

হেম। তুমি তো অনেককে শিখিয়েছ, বল দেখি একি শেখা কথা ?

সাহা। যা হক্ শুনে খুসি হলেম।

হেম। যদি খুসি হয়ে থাকি তো বকসিস্ দাও।

সাহা। কি বকসিস্ ?

হেম। তেমনি করে একবার বসো, আমি তোমার চেহারা তুলি।

সাহা। আচ্ছা বসছি (উপবেশন)

হেম। (চেহারা তুলিতে তুলিতে) উঠনা, উঠনা।

সাহা। তুমি গোঁ হয়ে থাকলে আমি বসবোনা; কথা কও তো বসি।

হেম। আচ্ছা আমি কথা কচ্চি, তুমি কথা কয়োনা, তুমি অমনি থেকো।

সাহা। দেখ তোমার এ হেনস্তা দেখে এক দণ্ড থাকতে ইচ্ছা করেনা। আমি কি মানুষ নই ?

হেম। কে ? কি হেনস্তা কল্লেম ?

সাহা। কথায় কায নাই, আমি বস্‌বোনা।

হেম। আচ্ছা, এস দুজনে কথা কই।

সাহা। কথা ও কইবো না।

হেম। কেন ?

সাহা। তুমি কি সত্য কথা কইবে ?

হেম। মিথ্যা তো শিখিনি, মিথ্যা শিখ্‌লে মনকে একটা দিয়ে ভোলাতে পাত্তেম।

সাহা। আচ্ছা—একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি সত্য বল, তা হলে আমি রোজ আস্‌বো; আর যতক্ষণ তুমি ছবি তুলবে, ততক্ষণ আমি বসে থাক্‌বো।

হেম। তুমি যটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, তার যদি একটী মিথ্যা বলি, আর কখন আমার মুখ দেখোনা।

সাহা। কেন তোমার মুখ কি এত সুন্দর যে আমি দেখতে পাবনা ভয় দেখাচ্চো?

হেম। ভাল তোমারি মুখ দেখবোনা।

সাহা। দিব্বি দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি, প্রাণ ভরে মিথ্যা কথা কইবে, আচ্ছা কও।

হেম। না, কিন্তু মিছে বল্লেই হবে না, মিছে প্রমাণ করে দিতে হবে।

সাহা। আচ্ছা, তুমি কি আমায় ভাল বাস?

হেম। বাসি।

সাহা। এই নাও; একটা মিছে কথা একশটার ধাক্কা।

হেম। প্রমাণ কত্তে হবে।

সাহা। তুমি পাকা চোর। যা হোক্ তোমার বিদ্যা কিছু আদায় কল্লেম।

হেম। বাট্‌পাড়ি করে!

সাহা। না; তোমার কাছে আমি থাক্‌বোনা, চল্লেম।

হেম। ঘড়ি ঘড়ি কথা ওল্‌টাচ্চে; এটা ও যে ওল্‌টালে বাঁচি।

সাহা। কি কথা ওল্টাচ্চে বল তো?

হেম। তুমি যেতে চাচ্ছিলে।

সাহা। তুমি যে মিছে বল্লে।

হেম। আমি যদি মিছে না বলে থাকি ?

সাহা। দেখো ! আচ্ছা ও কথা যাক্; তোমার বে হয়েছে ?

হেম। না।

সাহা। বে কর্ব্বে না ?

হেম। হাঁ।

সাহা। বের কিছু স্থির হয়েছে ?

হেম। হয়েছে; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পার্ব্বে না।

সাহা। কি কথা ?

হেম। আমি যাকে বে কর্ব্বো তাকে ভালবাসি কি না।

সাহা। আচ্ছা, আচ্ছা নাই বা বল্লে।

হেম। আমি বল্‌বো না বলে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বারণ করি না; আমি ভালবাসি কি না জানি না।

সাহা। আচ্ছা যার সঙ্গে বে হবে, তুমি তাঁকে দেখেছো ?

হেম। তার ছবি আমার কাছে আছে, দেখ্‌তে চাও তো দেখাতে পারি।

সাহা। যদি দয়া করে দেখান ?

হেম। এই যে ছবি দেখুন।

সাহা। তবে তুমি ভালবাস ?

হেম। জানি না।

সাহা। নামটী কি ?

হেম। নিহার।

সাহা। আচ্ছা দেখ তোমার মিছে কথা ধরে দিচ্চি, ফের বল দিকি আমায় ভালবাস কি না?

হেম। বাসি,—মিথ্যা সত্য বিচার করে বল।

সাহা। তোমার কথা আমি একটাও বুঝিতে পারি না।

হেম। সে তো আমার শুক্‌নো প্রাণের দোষ নয়, সে তোমার ভাঙ্গা প্রাণের দোষ।

সাহা। আমার সব দোষ, আমি টাকা নিয়ে এয়েছি কি না?

হেম। সুন্দরি নির্দ্দয় হও,—মর্ম্মে ব্যথা দাও কেন? আমি কি তোমায় টাকার দরে কিন্‌তে চাই? তুমিই একটা কথা তুলেছিলে মাত্র।

সাহা। তোমরা আমাদের কেনা বেচার মধ্যে মনে কর,—না?

হেম। তোমরা কেনা বেচার মধ্যে কিনা, তা তোমরা জান, আমি কেমন করে জানবো; আমি তো বেচা কেনা জানি না।

সাহা। আচ্ছা! তোমার স্ত্রীর আর কোন রকমে ছবি এঁকেছ?

হেম। না।

সাহা। কেন?

হেম। এখন তো বিবাহ হয়নি।

সাহা। বে নাই হলো? আমার ও সঙ্গে তোমার তো কোন সুবাদ নেই।

হেম। বেসি কিছু না, তুমি প্রথম বলেছিলে আসবেনা, তার পর এসেছো; সুবাদের তো বেশি বাকি নাই।

সাহা। বুঝেছি! পাঁচ শো টাকা দিয়ে এনেছ বলে তাই খোঁটা দিচ্চো।

হেম। পাঁচ শো টাকা, এক টাকার কথা হচ্চে না।

সাহা। দেখ, এই আমার আংটির দাম হাজার টাকা; তোমার পাঁচ শো টাকার বদলে এই আংটি দিলাম।

হেম। রাগ কল্লে?

সাহা। না।

হেম। হ্যাঁ রাগ করেছ; তা আমার অপরাধ নাই, সত্য বলবার তো আমার কথা।

সাহা। আমি সত্যই বলছি রাগ করিনি। আমরা বেশ্যা, আমরা যার কাছে যখন থাকি, তার মতন হয়ে থাকি, তোমার যখন টাকায় তাচ্ছিল্য, তখন তোমার কাছে থাকলে টাকায় তাচ্ছিল্য দেখানই উচিত।

হেম। আচ্ছা তোমার আংটি আমি নিচ্চি, কিন্তু তুমি এই মালা ছড়াটা নাও, মাথায় পর্ব্বে।

সাহা। নিলুম, কিন্তু তোমার কাছে রইলো; যখন তুমি ছবি তুলবে, তখন মাথায় দিয়ে বসবো।

হেম। আচ্ছা; মাথায় দিয়ে বস।

সাহা। আগে আমার দর জান্‌তেম না, তাই পাঁচ শো টাকা চেয়ে ছিলেম। আর কারো কথা বলতে পারিনি, কিন্তু তুমি টাকা দিয়ে কায পাবে না, এ নিশ্চয়।

হেম। আর কি দিয়ে পাবো?

সাহা। আর কিছু থাকে তো দাও?

হেম। তুমি যা চাও তাই দেবো।

সাহা। আমি যা চাই তা তোমার নাই, অন্য কি দিতে পার্ব্বে তা বল?

হেম। তুমি যা চাবে।

সাহা। আমার একটি কথা রাখবে?

হেম। তোমায় যখে ডাকবো, তবে আসবে?

সাহা। আসবো।

হেম। সত্য।

সাহা। দাম শুনলে বুঝতে পার্ব্বে, সত্য কি মিথ্যা।

হেম। কি দাম বল? কিন্তু একটি ছাড়া। তুমি যদি আমায় বিবাহ কত্তে বারণ কর তোমার সে কথা থাকবে না। তার কারণ আছে; আমার যার সঙ্গে বিবাহ হবে, তার পিতার সঙ্গে আমার পিতার পরম বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা একত্রে বাণিজ্য দ্বারা অনেক ধন সঞ্চয় করেছিলেন। উভয়ের মত, সম্পত্তি বিভাগ না হয়। তাঁর এক কন্যা, আর আমার পিতার আমি এক পুত্র। তাঁরাই আমাদের বিবাহ স্থির করেছিলেন। আমরা উভয়েই আপন আপন পিতার নিকট সত্যে আবদ্ধ, আর তাঁরা উভয়েই স্বর্গে।

সাহা। সত্যে বদ্ধ তাই বিবাহ কর্ব্বে? ভাল বিবাহ কত্তে বারণ কচ্চি না, অন্য যা বলবো শুনবে? কিন্তু দেখো,—

হেম। আমি স্বীকৃত।

সাহা। বিবাহ কর্ব্বে, কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর মুখ দেখতে পাবে না—

হেম। স্বীকার! এই মালা মাথায় দিয়ে বলো।

সাহা। আজ ক্ষমা কর।

হেম। কেন?

সাহা। আজ আমার এক ভাবনা হয়েছে।

হেম। কি ভাবনা?

সাহা। দেখ পাঁচ রকম দেখবো বলে এ পথে দাঁড়িয়েছি; কিন্তু তোমার দেখ্‌তে পাবনা, এই বড় দুঃখ।

হেম। কেন, আমিতো তোমার সাম্‌নে; দেখলেই দেখ্‌তে পাও।

সাহা। না, সে চক্ষু খোলেনি; আজ চল্লুম; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি চাও? তোমার কি সত্য সত্য প্রাণ নাই।

হেম। প্রাণ নাই? প্রাণ জানাবো কারে।

(গীত)

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

মাতুয়ারা হারা প্রাণ কে ফিরাতে পারে!
বিশাল সাগরে, তুঙ্গ শৃঙ্গ' পরে,
গহনে গহ্বরে, নির্ম্মল নির্ঝরে,
নিরমল প্রাণে খুঁজেছি তোমারে॥
বুকে বজ্রপাতি ধরেছি দামিনী,
কাঁদিয়াছি যত কেঁদেছি যামিনী
হাসি উষাননে ফুল্ল ফুলবনে,
ভ্রমিয়াছি ফুল হারে॥

(কুসুমের প্রবেশ)

(গীত)

সাহানা—খেমটা।

যতনে কিন্‌বো যতন, মনের আগুণ কিন্‌বো কেন।
একি হয়, এত কি সয়, ফুলের মতন প্রাণটি যেন॥
ফুটেছে সকাল বেলা; রাঙ্গা আভা কচ্চে খেলা।
শুখাবে সাধের নিহার না জানি কার সোহাগ হেন॥

ঐ যা, বাবাজী চলে গেছে। এক এক দিন হাত তালির ধুম দেখে কে? আজ বুঝি গান ভাল লাগে নি। কে জানে কখন কোন মেজাজে থাকেন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কানন কুঞ্জ,—সাহানা ও অম্বুভর।)

সাহা। তুমি এই চিটির জবাব নিয়ে এস, তুমি যা বল্‌বে তা শুন্‌বো।

অম্বু। জবাব তো এখনি নিয়ে আস্‌ছি, তুমি আমার কথা রাখবে তো?

সাহা। শুধু জবাব আনলে হবে না, কোন রকমে আমার সঙ্গে দেখা করাতে হবে।

জম্বু। হ্যাঁ! এত বড্ডই কথা। আমার মামাত ভগ্নি, আমি আর দেখা করাতে পার্ব্বো না?

সাহা। আচ্ছা তবে যাও।

জম্বু। দেখো চরণে ঠেল্‌বেনাতো?

সাহা। রাধাকৃষ্ণ।

(জম্বুর প্রস্থান)

(মহীন্দ্রের প্রবেশ)

মহী। তুমি যে আমায় এত অনুগ্রহ কর্ব্বে তা জানিনা।

সাহা। কেন, আমার কথা শোন; তোমার মকোদ্দমার কি হলো?

মহী। সে কথা আর কেন ভাই, এখন তোমার কাছে এসেছি, দুদণ্ড জুড়াই।

সাহা। তোমার ভ্রম! আমি দিবানিশি জ্বল্‌ছি, আমার কাছে তুমি জুড়াবে কেমন করে?

মহী। বুঝেছি হে, তাই তোমার আর কাহাকেও ভাল লাগে না। সে তো খুব জয়েন্‌, তার ছবি তোলায়—খুব গুণ আছে দেখ্‌ছি।

সাহা। তোমার যা বল্‌বার জন্য ডেকেছি তা শোন। আমিই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, দেনা কেন হবে? আমার গহনার জন্য তোমার পোদ্দা-দের দেনা, বাড়ীর জন্য তোমার বাড়ী বাঁধা, নন্দন-কাননের

মত বাগান খানি আমাকে দিয়েছিলে, ইহার দামে তোমার সমস্ত দেনা পরিশোধ হয়। কিন্তু আমি তোমার কি করেছি ; কখন মুখে বলেছি ভালবাসি। আমার মত পাপিষ্ঠার সঙ্গে তোমার আলাপ করা উচিত নয়। তুমি অতি সরল, তবুও আমায় চাও, আমি আমার নই তোমার হব কি ?

মহী। তুমি কি উপদেশ দিবার জন্য আমাকে ডেকে ছিলে ? অনেক উপদেশ পেয়েছিলাম, তবুও সর্ব্বশান্ত হয়েছি। তুমি উপদেশ দিচ্ছ, কিন্তু তুমি জাননা আমি এই দণ্ডে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যদি মৃত্যু কালে জানতে পারি তুমি একদিন আমাকে ভাল বেসেছ।

সাহা। আমার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছ, আর কেন, আমায় ভোল ? না ভুলেও আমার সঙ্গে আর দেখা হবেনা।

মহী। তুমি কি এই বজ্রাঘাৎ কর্ব্বার জন্য আমাকে ডেকে-ছিলে ?

সাহা। আমি যদি ভাল বাসতে পাত্তেম্ তুমি যথার্থই ভালবাসার পাত্র। আমি অভাগিনী, আমার ভালবাসার ক্ষমতা আছে কি না জানিনা, কি কচ্চি তা জানিনা, কিন্তু স্থির জেন যে পথে এতদিন চলে এসেছি, সে পথে আর চলবোনা। তোমার দেনার জন্য আর লুকিয়ে থাকবার আবশ্যক নাই ; তুমি কাহারো কাছে ঋণী নও, আমি তোমার সকল ঋণ পরিশোধ করেছি, এই তোমার পাওনাদারদের রসিদ নাও।

মহী। তুমি কি পাগল ? না আমায় নিয়ে আর কি খেলা খেলছো ?

সাহা। আমি পাগল কিনা জানিনা, খেলছি কিনা জানিনা, কেবল এই জানি যে মনের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি।

মহী। ভাল তোমার এ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনের কারণ কি বলতে পার?

সাহা। আমি আপনার রূপের গৌরবে মনে করেছিলাম এই পথেই স্বর্গ,—আমি জান্‌তেম না, যাহারা রূপের পূজা করে, তাহাদের চক্ষে আমি ঘৃণ্য।

মহী। আমার চক্ষে?

সাহা। শুন! তুমি আর ও সব কথা আমাকে বলোনা, আর আমায় অপরাধি করোনা; কিন্তু তোমায় এই মাত্র বলছি, যে যার জন্য আমি সর্ব্বত্যাগী হবো তাকেও আমি চাই না;—

মহী। তবে কি চাও—

সাহা। তোমায় তো বল্লেম, মনের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি, কি চাই জানিনা।

মহী। তুমি কি পটোর প্রেমে এত পড়্‌লে?

সাহা। মন হাত ধরা নয় তা তো তুমি জান। তুমি সদাশয়, তুমি যদি বেশ্যাকে ভাল বাস, আমি দেবতাকে ভালবাসবোনা কেন?

মহী। সে দেবতা না! তার দৌরাত্মে রাত্রে বাজারে বেশ্যা থাকবার যো নাই—

সাহা। সে বেশ্যা নিয়ে যায় সত্য কিন্তু নিয়ে গিয়ে কি করে তা জান?

মহী। আমি তো আর প্রদীপ জ্বেলে দাঁড়াই না; দুধ কিন্‌তে কেউ শুঁড়িকে ডাকে?

সাহা। তাকে, তুমিই জান না।

মহী। বটে এত ?

সাহা। তোমায় যা বলবার বলেছি—

(কএকজন লোকের প্রবেশ)

১ম। বিবি সাহেব কেমন নজর এনেছি দেখ দেখি, (ছবি লইয়া)।

মহী। দেখি দেখি, এ চমৎকার ছবি ! দেখ কেমন ছবি ! (সাহানার প্রতি)

সাহা। এ ছবি যখন তয়ের হয়, তখন আমি জানি।

মহী। এ ছবি এঁকেছে কে ?

সাহা। তুমি কি মনে কর, দেবতা ভিন্ন এ ছবি কেউ তুলতে পারে ?

মহী। তবে কি তোমারই পোটর এই কায ?

সাহা। ছবিখানা ভাল করে দেখ, দেবতার কায কি না বোঝ।

২য়। না বাবা এতে ধূপ ধূনোর গন্ধ পেলেম না, মাপ কর। এতে এক বেটা পাহাড়ের উপর গে আকাশ পানে চেয়ে বসে আছে।

৩য়। দেখি ! যথার্থই এ দেব চিত্রিত !

২য়। ইস্ ! তোমারও যে ভাব লাগলো হে।

৩য়। তুমি অন্ধ কি বুঝবে। এ একজন কবি; আপনার হৃদয় প্রতিমার অনুসন্ধান কচ্চে।

২য়। বা ! তোমার তো বিদ্যা ভারি হে। হৃদয় প্রতিমা

হৃদয়ে থাকতে, বনে গিয়ে অনুসন্ধান কচ্চে! ও কে একখ্যাটা শিকারী, বনে বাঘ মারতে গিয়েছে।

সাহা। হৃদয়ের প্রতিমা হৃদয়ে থাকে বটে, কিন্তু যোগী সেই প্রতিমা যুগে যুগে ধ্যান করে।

২য়। বাবা! বুড় বয়েসে পীরিতে পড়লে।

সাহা। সেটা দোষ না গুণ?

২য়। সাবাস ছেলে বটে।

৩য়। কে হে?

১ম। ওঁর পীরিতের পোট।

৩য়। কে সে?

২য়। কে বাবা তার ঠিকুজি কুষ্টি জানে বছর দুই হলো বেটা এসে মস্ত একখানা বাড়ী নিলে, লোক, জন, গাড়ী ঘোড়া, ধুম ধাম; কারু সঙ্গে আলাপ করা নেই, পেঁচা ধাতের লোক বাবা—দিনের বেলা বেরোন না।

৩য়। দিনে কি করে?

২য়। যম জানে বাবা। তর বেতর লোক আনা গোনা কচ্চে; কেউ বেশ্যার দালাল, কেউ একটা ভাল ফুল এনেছেন, কেউ একখানা হাড় এনেছেন। শুনতে পাই বেটা মুটো মুটো টাকা ছড়াচ্ছে। বিবি সাহেব পিরীত ফিরীত রাখেনা; কিছু আদায় কল্লে? বেটার অঢেল টাকা বাবা! মজায় আছে। কথা ক'চ্চ না যে, কিছু আদায় কল্লে?

সাহা। অমূল্য রত্ন।

২য়। কি রত্নটা শুনি?

সাহা। কি রত্ন তা বুঝতে পার্ব্বে না, কিন্তু সে রত্ন কাছে থাক্‌লে, অন্য কোন রত্নের আবশ্যক হয় না,——

২য়। বেটার জিভ আছে বাবা,——

সাহা। দেখ! তোমাদের আমি ও জন্য ডাকিনি, আমি আজ তোমাদের নিকট বিদায় নিতে ডেকেছি।

২য়। যোগিনী হবে প্রেমে নাকি?

সাহা। হতেও পারি বল্‌তে পারি না।

২য়। বা বা ঢের রকম ফেরালে বাবা।

সাহা। তোমায় ডেকেছি কেন জান?

২য়। কেমন করে জানবো, শুন্‌তে পারিনি তো।

সাহা। আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে।

২য়। কি কথা?

সাহা। এই হীরাখানি তুমি নাও। তুমি তোমার স্ত্রীর গহনা বেচে আমার সহিত আলাপ করেছিলে, এই হীরাখানি বেচে তোমার স্ত্রীকে সেই সকল গহনা কিনে দিও।

(জম্বুভয়ের প্রবেশ)

জম্বু। বাবা আমি কি কম ছেলে? এই তোমার পত্রের জবাব নাও, এখন দয়া কর্ব্বে তো? তোমার কায তো করে দিলাম, এখন আমার প্রাণ বাঁচাবার উপায়?

সাহা। নাই বা বাঁচ্‌লে।

জম্বু। বটে, বটে, আজ এই কথা! মনে করে দেখ, আমা হতে কাকে না পেয়েছ?

সাহা। তোমাকে যদি ভালবাসি, তুমি কি ভাল বাস্‌বে?

জম্বু। বাবা আজ না বাস, কাল বাস্‌বে। মেয়ে মানুষ ভোলাতে জানে কে?

সাহা। তুমি তবে ভাল বাস্‌বে না? আমি তোমার সঙ্গে কথা কবো না। এই আমি মান করে বস্‌লেম্।

জম্বু। না বাবা! মান করোনা তা'হলে প্রাণে বাঁচ্‌বো না।

ওম্‌। সে কি হে! তুমি এমন রসিক, মান ভাংতে পারো না?

জম্বু। কি করে ভাঙ্গবো বল দেখি?

ওম্‌। মান ভাঙ্গা আর কি! রসিকতা করে একটা হাসিয়ে দাও না।

জম্বু। সুন্দরি! একবার ফিরে চাও, দেখ চেহারা মন্দ নয়, এখন সেতলার অনুগ্রহতে যা বল।

ওম্‌। ওহে! তুমি একটা গান গাও তা'হলে মান ভাঙ্গবে।

(গীত)

পিলু—খেম্‌টা।

জম্বু। প্রাণ তোমারে মানা করি অন্তর্টিপ্‌নি ঝেড়না।
হৃদ মাচাতে দোলে কভু মই বেয়ে গে পেড়না।
আড় নয়নে জুলুম ভারি, হেননা প্রাণে কাটারি,
বিরম তোমার ছাদন দড়ি, একশবারি নেড়োনা॥

কৈ ভাই কথা তো কইলে না?

৩য়। তুমি ভাই ঠাট্টা মনে কর্ব্বে, তা না হলে একটা উপায় বলে দিতেম, কথা না কয়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না।

জম্বু। না, ঠাট্টা মনে কর্ব্বো না, বলে দাও।

৩য়। তুমি খানিক কালি মুখে মাখ, আর এই নলটায় তোমার লেজ করে দিই।

জম্বু। হাঁ! ঠাট্টা কচ্চো—

৩য়। তোমায় তো আগেই বলেছি, তুমি ঠাট্টা মনে কর্ব্বে; তোমার যা খুসি কর, আমরা চল্লেম।

জম্বু। না ভাই রাগ কর্ব্বো কেন, যা কর্ত্তে হবে বল?

৩য়। (জম্বুর মুখে সিন্দুর কালি দিয়া ও নলে লেজ করণ) আর তোমার মাছুর মাথার গীতটি গাও।

(গীত)

সিন্ধু—আড়া খেম্‌টা।

জম্বু। মাছুর মাথায় মন কেড়ে নেয়
দোল দিলে সই আম্‌ড়া ডালে।
নেসার ঝোঁকে এঁকে বেঁকে
ফির্‌ত বঁধু চালে চালে।
কাঁধে কছু, লুটতো মধু,
হানা দিত সাঁজ সকালে;
আড় নয়নে হাড় ভেঙ্গে দে,
ঘাড় গুঁজে গে উল্লো খালে॥

কৈ ভাই কথা তো কইলে না?

মহী। তবে একটা তুক্ বলে দিই শোন।

জম্বু। কি বল দেখি ?

মহী। আমি একটা মন্ত্র জানি, একটা কেলে হাড়ী পড়ে দিচ্চি, আর তোমার চোক্ বেঁধে দিই, যদি তিন বারের ভিতর হাঁড়িটা ভাঙ্গতে পার, হাঁড়ি ও ভাঙ্গা মান ও ভাঙ্গা।

জম্বু। এ যে ফেচাং ভারি হে।

২য়। ফেচাং আর কি, ফট করে ভেঙ্গে ফেলবে; আর কি ?

{ সকলে জম্বুর চক্ষু বন্ধন করণ ও উহার হাঁড়ি ভাঙ্গিতে যাওয়া ও সকলে মস্তকে থাব্ড়া মারণ। }

জম্বু। ও বাবা রে, শালারা খুনে, আমাকে খুন কল্লে,—

(প্রস্থান)

সাহা। ওকে তাড়ালে, ওর সঙ্গে আমার দরকার ছিল যে।

২য়। বলিহারি যাই, আজ কাল রকম রকম জিনিসে তোমার দরকার; ও ডায়মন কাটা জিনিসে কি দরকার চাঁদ ?

সাহা। তোমরা একটু বসো। (মহীন্দ্রের প্রতি) এ দিকে এস একটা কথা আছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

২য়। এইবার বেটী নাকাল হবে।

৩য়। তুমি হীরেখানা ফেলে রাখ্‌লে যে ?

২য়। তুমি ও যেমন ওর ভুজকুনিতে ভোল; বেটী একখানা নুড়ি দিয়ে কি দাঁও কচ্চে।

৩য়। না তুমি বুঝ্‌তে পারনি, ওর যথার্থই মনের ভাব

বদলেছে। তুমি বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে—লোকটা কি তর বল দেখি?

২য়। কি তর তাই জানি না; একদিন দেখেছিলাম বেশ সুশ্রী বটে; আর যে কত টাকা তাও বল্‌তে পারি না। সে দিন একটা শুট্‌কো গোলাপ ফুল এক শ টাকা দিয়ে কিন্‌লে; আর যে যা চায়, তারে তাই দেয়। তুমি এক কড়া কড়ি নিয়ে যাও, তোমায় দশটা টাকা দিয়ে দেবে। শুনেছি এ বেটীর কথায় মাগের মুখ দেখে না, কিন্তু ইনি আমায় বলেন আমার সঙ্গে কোন সুবাদ নাই। আমাদের নেকা পেয়েছেন কিনা, দিন রাত্রি একত্র থাকেন, আর সুবাদ নাই!

৩য়। আমি এ কথা বিশ্বাস করি!

২য়। কিসে?

৩য়। তোমারি কথার দ্বারা বোধ হচ্চে সে ব্যক্তির কিছুরই দরকার নাই।

২য়। দরকার নেই তো ওর কথায় মাগের মুখ দেখে না কেন?

৩য়। সে ব্যক্তি মহাত্মা তায় সন্দেহ নাই; 'তা কেন' আমরা বুঝতে পার্ব্বো না।

১ম। ভাল সে কি করে?

২য়। ছবি আঁকে; আজ কাল বাজারে তারি ছবি চল্‌ছে।

১ম। বটে! কতকগুলো ছবির, কাগছেতো সুখ্যাত দেখতে পাই, সেকি তার আঁকা নাকি?

২য়। তা হবে, সকলেই তো সুখ্যাত করে।

(মহীন্দ্র ও সাহানার প্রবেশ)

মহী। তুমি যদি এ কথা প্রমাণ কত্তে পার, তা হলে তুমি যা বল্‌বে তা শুনবো।

সাহা। তুমি আমার সঙ্গে যেও, তুমি আপনি দেখেই বুঝ্‌তে পার্ব্বে যে সে মস্ত লোক।

মহী। তুমি আপনি কি তার বাড়ীতে যাতায়াত কর, না, তোমায় নিতে এসে।

সাহা। আমার যখন ইচ্ছা তখন যাই, তিনি বাড়ীতে না থাকলেও যাই।

মহী। দেখ তোমার কথা এখনও অবিশ্বাস হচ্চে, মনুষ্যের এত ধৈর্য্য তা আমি জানি না।

সাহা। আমি তো মনুষ্য বলিনি, তিনি দেবতা।

মহী। যদি সত্য হয়, দেবতাই বটে! আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, কিন্তু আজ তোমার নিকট যে উপদেশ পেলেম, তা কখন ভুলবো না; আজ বুঝ্‌তে পাল্লেম আমরা পশু, আমরা মনুষ্য নই।

সাহা। এই তোমার বাগান তোমারি রইল, আর দিন দু চারি আমি অধিকার কর্ব্বো। তার ভাড়া, এই চক্ষের জল; সতীশ বাবুকে বলো যে তাঁর বাগান খানিও আমি আর দু চার দিন অধিকার ক'র্ব্ব; এই দুখানি বাগানের ভিতর কোন খানি দরকার হবে তা জানিনি, চারিদিন বাদে তোমাদের জিনিস তোমাদেরই দেব। (সতীশ বাবুকেও এই চক্ষের জলের কথা ব'লো। ব'লো সাহা আজ কেঁদেছে।) এ কান্না কাঁদতে হবে, হাসি মুখে আর্সি দেখে বুঝিনি;

হায়! এ কান্না কি আর কেউ কেঁদেছে? (সকলের প্রতি) তোমাদের কাছে আজ বিদায় হলেম, আমার অন্য কার্য আছে, আমি চল্লেম, (স্বগত) আহা! সুধাবে সাধের নিহার।

২য়। বুঝেছি পিরীতের তুফান উঠছে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিহার ও সাহানা।

(গীত)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নিহা। জানিনা কেন যে ভালবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষি॥
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হল বিফল আশা, বাসনা সাগরে ভাসি॥

আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে চেয়েছিলেন কেন?

সাহা। আপনার নিকটে আমি গুরুতর অপরাধে অপ-রাধিনী, আমায় ক্ষমা করুন।

নিহা। জগদীশ্বর ক্ষমা করুন।

সাহা। আপনি ক্ষমা কর্বেন না?

নিহা। আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন, তোমার অপরাধ কি?

সাহা। আপনার স্বামীর অপরাধ নাই, আমিই অপরাধী।

নিহা। আমার স্বামীর অপরাধ নাই আমি জানি; তিনি ত আমার বিবাহের পূর্ব্বেই আমাকে বলেছিলেন আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্ব্বেন না।

সাহা। তার কারণ আমি; আমি আপনার স্বামীকে কৌশলে সত্য বদ্ধ করি।

নিহা। কথা শুন্‌তে সাধ হয় বটে; তোমার রূপ বিম্ব কি অপর কৌশল ছিল? তাঁরে আমি যেরূপ জানি, তাঁর নিকটে কি কৌশল চলে?

সাহা। কৌশল চলে না সত্য, কিন্তু তিনি রূপেরও বশীভূত নন।

নিহা। তবে তোমার বশীভূত হলেন কেমন করে?

সাহা। কেন বদ্ধ হলেন তা আমি জানিনা। তিনি আমার ছবি তুল্‌তে নিয়ে গিয়েছিলেন, আপনার ছবি দেখ্‌লেম, মনে ক্লেষ হলো, আপনার সঙ্গে বিবাহও হবে শুন্‌লেম—

নিহা। চুপ কল্লে কেন?

সাহা। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে, তাই বল্‌তে পাচ্চি না।

নিহা। তুমি কাঁদচো কেন?

সাহা। আমার কান্নাই দেখুন; হৃদয় দেখাতে পার্ব্বো না। আমি পিপাসী, আপনিও পিপাসী, সে সুধা কার প্রাণ না চায়; কিন্তু আক্ষেপ আপনিও পেলেম না তোমায়ও বঞ্চিত কল্লেম।

নিহা। আমার জন্য আক্ষেপ কেন?

সাহা। আমার পিপাসা এ জীবনে মিটবে না; কিন্তু অন্যকে দেখে যে সুখি হব সে পথও রোধ করেছি।

নিহা। আমার নিকট এসেছ কেন?

সাহা। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা, যদি তোমার হারা নিধি তোমাকে দিতে পারি।

নিহা। আমায় ক্ষমা কর, তুমি আপনিই আপনার পরিচয় দিলে তোমার কথা প্রতারণা নয় আমার ধারণা হবে কেমন করে জান্‌লে?

সাহা। আপনি আপনার স্বামীকে চেনেন; অবশ্যই জানেন তিনি দেবতুল্য। নিত্য তাঁর দর্শনে মনের মালিন্য দূর হবে এ কথা অনায়াসে অনুভব কত্তে পার্ব্বেন। এই নিমিত্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে সাহস কল্লেম।

নিহা। তুমিও যদি আমার স্বামীকে চেন, তা হলে অবশ্যই জান যে তিনি সত্য লঙ্ঘন কর্ব্বেন না; তবে তোমার এ আকিঞ্চন কেন?

সাহা। তিনি সত্য লঙ্ঘন কর্ব্বেন না জানি, কিন্তু আমি যদি তাঁকে সে সত্য হতে মুক্ত করি?

নিহা। তিনি তাতেও সম্মত হবেন না, তা কি তুমি জাননা?

সাহা। অপর উপায় আছে।

নিহা। কি?

সাহা। আপনার স্বামীর জীবনে কি উদ্দেশ্য জানেন?

নিহা। না।

সাহা। আমি এতদিন জাস্তেম না, সম্প্রতি জেনেছি; তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

নিহা। আবার বলি ক্ষমা কর; তাঁর উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তোমার লভ্য হলো।

সাহা। আপনি প্রত্যয় করুন—দিন দিন তাঁর উপদেশে তাঁর উপযুক্ত হব, এই আশায় আমি যা ছিলাম—যা বলে পরিচয় দিলাম, এখন তা নাই। আমি পূর্ব্বেই বলেছি আমি পিপাসী, পিপাসায় জলদের নিকট পর্য্যন্ত উঠবো মনে করেছিলেম; কিন্তু উঠেই দেখতে পেলেম, এ জীবনে তাঁর নিকটে যেতে পার্ব্বো না।

নিহা। ভাল তাঁর উদ্দেশ্য কি বল?

সাহা। তিনি সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত লালায়িত, কিন্তু সুন্দরের পিপাসা তাঁর মেটে নাই। তাঁর অসীম কল্পনা প্রসূত ছবি গুলিন জগৎকে সৌন্দর্য্য রসে আন্দোলিত করেছে বটে, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্যের পিপাসা মেটে নাই, তিনি দিবারাত্র একটী উলঙ্গ নরনারীর মূর্ত্তি সম্মুখে রেখে চিন্তা করেন; কিন্তু তাদের মুখ-মাধুরি কিরূপ চিত্রিত কর্ব্বেন স্থির কত্তে পারেন না। নানা রূপ চিত্রিত করেছেন—জগৎ মোহিত! কিন্তু তিনি তৃপ্ত হননি; সে আদর্শ যদি কেহ দেয় তিনি তারে সকলই দিতে প্রস্তুত।

নিহা। এ কথার অর্থ কি?

সাহা। আমি সেই আদর্শ দেব; তার পর তাঁর পদে যাচ্ঞা কর্ব্বো (এ জীবনে আর দ্বিতীয় যাচ্ঞা কর্ব্বো না) অভাগিনীর নিকট তিনি দান নেন।

নিহা। ভাল কি দান দেবে?

সাহা। তোমাকে দিব।

নিহা। আমি কি তোমার ?

সাহা। ভগ্নি! আমার হও, আমিও নারী; আমি অনেক যন্ত্রণায় এ কথা বলছি।

নিহা। ভাল, আমি তোমারি হলেম; আর একটী কথা; সে আদর্শ তুমি কোথায় পাবে ?

সাহা। আমি অনেক কেঁদে পেয়েছি।

নিহা। আমি তো কাঁদি, পাইনি।

সাহা। তোমার প্রাণ পোড়েনি, আশা ভস্ম হয়নি; তোমার কান্নায় আমার কান্নায় প্রভেদ আছে। সহজ প্রভেদ বোঝ, তুমি অভিমান করে আছ, আর আমি উপ-যাচিকা।

নিহা। কেঁদে পেয়েছ ?

সাহা। পেয়েছি, আমি তাঁরে যত ভালবাসি, তিনি যদি তত ভাল বাসতেন, তা হলে তাঁর হাত ধরে, "আমার বলে" প্রথম যে দিন দাঁড়াতেম, তখন আমাদের মুখের ভাব দেখে, তাঁর কঠোর প্রাণও তৃপ্ত হতো।

নিহা। সে আশা তোমার যদি বিফল হয়, তা হলে সে আদর্শ পাবে কোথা ?

সাহা। সেই অর্দ্ধেক আদর্শ কিনতে আমি এখানে এসেছি। যদি অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয়ে বারি দান করার মাহাত্ম্য থাকে, সেই মাহাত্ম্য দিয়ে তোমায় কিনতে চাচ্ছি, তুমি আমার হও!

নিহা। ভগ্নি আমি তোমার; কিন্তু পায়ে ধরি, মার্জ্জনা কর। তুমিও নারী; অভিমান বিসর্জ্জন দিতে পার্ব্বে না।

সাহা। তুমি পতিব্রতা, এক অভিমান ত্যাগে যদি শত অভিমানের মান থাকে, ভগ্নি! নারী হয়ে কি পায়ে ঠেলা উচিত? অত স্পর্দ্ধা নারীর সাজেনা।

নিহা। তুমি আমার যথার্থই ভগ্নি। দেখলেম, সত্যই সাজেনা।

সাহা। "সাজবে না," আমি প্রথম গান শুনেই বুঝতে পেরেছি। যখন ভগ্নি বল্লে;—আবার একবার সে গানটী গাও; গানটী যেন চক্ষের জলে মালা গাঁথা।

নিহা। চক্ষের জলেই তো গেঁথেছি—

(গীত)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানিনে কেন যে ভালবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী॥
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হলো বিফল আশা, বাসনা সাগরে ভাসি॥

সাহা। বাসনা সাগরই বটে। হায়! আমি কূল পাবো না? এখন চল্লেম; কাল আবার এমনি সময় আসবো, কথা আছে।

(সাহানার প্রস্থান)

(কতিপয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১ম স্ত্রী। ভাই! আমার স্বামী সব জেনেছেন।

নিহা। আমিও সব জান্তে পেরেছি।

১ম। তোমায় কে বল্লে?

নিহা। তোমার স্বামীকে [illegible] বলেছে।

১ম। তুমি সেই খান্‌কীর সঙ্গে [illegible] করিয়েছ নাকি?

নিহা। ভাই তুমি খান্‌কি বল না—এখন সে পবিত্রা—

১ম। তুমি কখন এ কথা বিশ্বাস কর—কয়লা কখন হীরে হয়?

নিহা। ভাই! মন কয়লা নয় হীরে; তবে কখন কখন ময়লা লেগে থাকে।

২য়। কিন্তু ভাই তোমার মন পাষাণ।

১ম। কেন? তোমার স্বামী কি সত্য চিঠি লিখিছেন—"তোমায় বিয়ে কর্ব্বো কিন্তু মুখ দেখ্‌বো না," কি বলে লিখ্‌লে?

নিহা। আমার প্রতি কথা স্মরণ আছে—"তোমায় আমি ভালবাসি কিনা জানিনা—তোমায় বিবাহ কত্তে পিতৃঋণে বাধ্য, বিবাহ কর্ব্বো কিন্তু বিবাহের পর সাক্ষাৎ হবে না, সম্মত কি অসম্মত পত্রের উত্তর লিখো।"

১ম। তুমি তার কি উত্তর দিলে?

নিহা। আমি উত্তর দিলেম, 'আমিও পিতৃঋণে বাধ্য।'

১ম। তার পর?

নিহা। তার পর আর কি বে হলো।

২য়। ফুরিয়ে গেল।

নিহা। ফুরিয়ে গেল বৈকি?

১ম। ধন্নি ভাই তোমাদের দুজনের প্রাণ।

৩য়। তুমি কি ভাবচো?

নিহা। ভাবচি ঢের, এখন কি কত্তে হবে—

২য়। যা ইচ্ছে তাই।

১ম। তবে জলে ডুবে মর।

নিহা। দেখ্ ভাই যেন জলের ঢেউয়ে প্রাণ ঢেউয়ে নিয়ে যাচ্চে—

১ম। দেখ্ দেখ্ দেখ্—

২য়। মরি মরি মরি—

(গীত)

যোগিয়া—খেম্‌টা।

নিহা। জলে হিল্লোলে প্রাণ ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত চলে।
শুন সই, শুন শুননি,
কানপেতে শোন কে কি বলে ॥
দেখনা হাস্‌ছে কমল, আপনি বিহ্বল,
সোহাগে সই আপনি টলে ॥
না জানি কার পানে চায়,
ভাষায়ে কায়, বিমল জলে ॥

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাহানা ও হেমন্ত।

সাহা। আমার আর সাজবার সাধ নাই।

হেম। এই সাজে, আঁকি দেখ, দেখেই বুঝ্‌তে পার্ব্বে আরও সাজা বাকি আছে কি না?

সাহা। সাজা বাকি আছে তা জানি, কিন্তু সে সাজা আর আমার দেখবার সাধ নাই। তোমার অনুগ্রহে আমি অনেক জিনিস দেখলেম। আমার দেখবার আর কিছু বাকি নাই। কিন্তু যে দিন তোমায় সুখী দেখ্‌বো, সেই দিন আমার জীবন সফল জ্ঞান কর্ব্বো।

হেম। আমায় কিসে অসুখী দেখ্‌লে?

সাহা। তুমি আর আমার কাছে আত্ম গোপন কত্তে পারনা। বিধাতা নারীকে পরাধীনা করেছেন, কিন্তু কার অধীন, জানবারও ক্ষমতা দিয়াছেন।

হেম। তুমি কি আমার অধীন?

সাহা। অধীন যদি না হতেম, তোমার মনের কথা টের পেতেম না?

হেম। আমি যাস্তেম, আমিই বড় পাগল, তা নয় তুমি আমার চেয়ে পাগল।

সাহা। যথার্থ বলেছ, তোমার পাগ্‌লামির সঙ্গে অনুতাপ নাই, আমার পাগ্‌লামিতে অনুতাপ আছে।

হেম। অনুতাপ করোনা তাহলে, পাগল হতে পার্ব্বে না।

সাহা। তুমি বারণ কচ্চো অনুতাপ কর্ব্বোনা; কিন্তু তুমি যে স্ত্রীর মুখ দেখনা তোমার অনুতাপ হয় না?

হেম। না।

সাহা। তুমি বড় কঠিন।

হেম। এ গাল তো দু বছর দিচ্চ, কিছু নূতন গাল দাও।

সাহা। তোমার পূজাও নাই, গালও নাই? অন্ততঃ আমি তো খুঁজে পাইনা।

হেম। খুঁজে পাও না, কি? গাল খোঁজ, না পূজা খোঁজ?

সাহা। দেখ তোমার কাছে আস্‌তে ভাল বাসি, কিন্তু এসে জ্বলে মরি।

হেম। তুমি বার বার এই কথা বল; কেন আমি কি তোমায় অযত্ন করি?

সাহা। তুমি কিছুই অযত্ন করনা; কিন্তু তুমি আমায় মনুষ্যের মধ্যেই মনে কর না।

হেম। তোমায় বেশ মেয়েমানুষ মনে করি! মনে করে দেখ দেখি, তোমার জন্য কি না করেছি?

সাহা। দর্প রাখ, আমি সামান্য মেয়েমানুষ বটে, কিন্তু তুমি যা চাও আমি তা দিতে পারি।

হেম। তবে ত ভাল!

সাহা। এখনও তাচ্ছিল্য!

হেম। তাচ্ছিল্য করি না, কিন্তু যদি করি, তাহলে কি?—

সাহা। তোমার জীবনের চির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

হেম। পাগলের উদ্দেশ্য আছে, তুমি জান?

সাহা। তুমি আমায় হীন বিবেচনা করে ঘৃণা কর।

হেম। আমি তোমায় কখন হীন বিবেচনা করি নাই, আমার সমতুল্যই জানি। তবে তুমি আপনাকে চেন না, আমি আপনাকে চিনি; এখন যদি চিনে থাক তো বল্‌তে পারি না। ভাল বল দেখি, আমি কি চাই? তুমি আমায় কি দিতে পার?

সাহা। তুমি ছবি লিখে সকলের প্রশংসা পেয়েছ; কিন্তু

আপনার প্রশংসা পাও নাই। তুমি এমনি একটী আদর্শ চাও যাতে আত্ম প্রশংসা পাও।

হেম। তুমি না বল্লে আমি যা চাই, তা আমায় দিতে পার?

সাহা। পারি।

হেম। আমি তোমার কাছে এত দূরই প্রত্যাশা করি বটে।

সাহা। আমি তোমায় সে আদর্শ দেবো, কিন্তু দাম নেবো।

হেম। দাম কি চাও! যদি একবার সে আদর্শ দেখ্‌তে পাই, আর তখনি যদি আমার মৃত্যু উপস্থিত হয়; তাতেও আমি প্রস্তুত;—

সাহা। আমার দাম এই, আমি যা তোমাকে দেবো, তুমি আদর করে নেবে। চুপ্‌ করে রইলে যে?

হেম। তুমি কি দিবে তাই ভাবচি।

সাহা। ভাবচ কি? আমি হাতে করে মন্দ জিনিস দেবো না।

হেম। নেবো স্বীকার পেলেম; কিন্তু দান নেব এই প্রথম তোমার কাছে স্বীকার কল্লেম। আমি আদর্শ কতদিনে পাব?

(গীত)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখা দিয়ে দেখা দাওনা।
সাধি কাঁদি ফিরে চাওনা।
বিভোরে আঁখি ভরে, দেখিয়ে দেখি তোরে,
প্রাণ রাখি পদে নাওনা॥

সাহা। আজ আমি পরম সন্তুষ্ট হলেম।

হেম। কিসে।

সাহা। তোমায় ব্যাকুল দেখ্‌লেম।

হেম। আর কি কখন ব্যাকুল হই নাই; তোমার পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছি—

সাহা। তোমার পায়ে ধরাও যা; গলায় ধরাও তা, তাতে তোমার ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় না।

হেম। তবে তুমি আশা দিয়ে, আমাকে নৈরাশ কর্ব্বে না কি?

সাহা। যদি শোধ দিতে হয় উচিত বটে; কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, তোমার মতন কঠিন প্রাণ নয়। তুমি কখন পাথর খুদে পুতুল তৈয়ারি কত্তে?

হেম। না, এ কথা জিজ্ঞাসা কল্লে কেন?

সাহা। বছর পাঁচ ছয় হলো, আমায় একবার একজন নিয়ে গিয়েছিল। তুমি চিত্র কর, সে খুদে পুতুল তৈয়ারি করে। তারও তোমার মত সকল, কিন্তু তোমার মত অত ধন নাই।

হেম। সে কোথা থাকে?

সাহা। আমি একদিন গিয়েছিলেম, অত মনে নাই।

হেম। তুমি অনেক দিনের পর একটা মিথ্যা কথা কইলে।

সাহা। যখন আমি বেশ্যা, তখন ত মিথ্যা কথা কইবই।

হেম। আজ আমায় ভাবালে।

সাহা। শুনে সুখী হলেম বটে। তুমি যে ছবিখানি নির্জ্জনে বসে আঁক সে ছবিখানি আমায় দেখাও।

হেম। কি ছবি ?

সাহা। আর আমায় ভোলাচ্য কেন ? আচ্ছা না দেখাও আমি বল্‌চি—একটী পুরুষ মানুষ আর একটী স্ত্রীলোক দুজনে হাত ধরাধরি করে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। আর ওই ছবি নিয়ে নির্জ্জনে কি ভাব তাও জানি। তাদের মুখের ভাব তুমি আঁকতে পাচ্চনা। তা পার্ব্বে কেমন করে, আমি আদর্শ না দিলে তুমি আঁকতে পার্ব্বে না।

হেম। দিতে পারি যদি, দাও না ?

সাহা। আমি দিতে পারি ; কিন্তু তুমি নিতে পার্ব্বে কিনা তা আগে পরক্ব করে দেখি।

হেম। আচ্ছা, কি পরক্ কর্ব্বে কর।

সাহা। শুন বলি ;—"একটী স্ত্রীলোক, একজনের জন্য ভেবে ভেবে পাষাণ হয়েছিল। সে সত্য কালের কথা। পাষাণ-মূর্ত্তি হয়ে কত দিন থাকে ; দৈবে একদিন যার জন্য পাষাণ হয়েছিল, সে তার কাছে উপস্থিত। পাষাণ প্রতিমা মনে মনে ভাবলে যে "হে পরমেশ্বর ! আমি তো পাষাণ, কিন্তু যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য মানুষ হই, তাহা হইলে আমি উহার সঙ্গে কথা কই" বলতেই মানুষ হলো। গল্পের এইটুকু জানি। তুমি এই গল্পটুকু শেষ করে দাও।

হেম। আমি তো আর তোমার মত নটী নই যে নাটক লিখবো ; এই গল্প আমি কেমন করে শেষ কর্ব্বো ?

সাহা। আমি বেশ্যা হয়ে পাষাণে প্রাণ দিলেম, তুমি একটা মানুষে প্রাণ দিতে পাল্লে না ?

হেম। তিরস্কারটী উপযুক্ত হয়েছে।

সাহা। তোমার দুই বৎসরের কথা মনে করে দিচ্চি, আজ বল দেখি, তোমার শুক্‌নো প্রাণ বই আর কি সম্বল? এই শুক্‌নো প্রাণ নাড়াচাড়া করে পৃথিবী সরা জ্ঞান কর।

হেম। কোথা চল্লে?

সাহা। তোমার সেই ছবি দেখ্‌তে।

হেম। না, না, ছবি দেখ্‌তে হবে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(হীরালালের প্রবেশ)

(গীত)

মাঝ—কাওয়ালী।

হীরা। হেরিব পাষাণে হাসি।
সে হাসি কত ভালবাসি॥
সরল প্রাণে দাগা দিয়ে,
রয়েছি ছায়া নিয়ে,
উদাসী ছায়ার হাসি,
দিবানিশি মন পিয়াসী॥

(হেমন্ত ও সাহানার প্রবেশ)

সাহা। এ গান আমি শুনেছি, যে শিল্পির কথা বল ছিলাম, সেই এ গীত গাচ্চে, আমার বোধ হচ্চে এই সে শিল্পি।

হেম। আজ তুমি নূতন রকম কুহক দেখাচ্চো।

হীরা। মহাশয় আমায় বালক বিবেচনা কচ্চেন কর্ন্নন; আমার যা কর্ত্তব্য বলি। আমার জ্ঞানোদয় অবধি পাথরে মূর্ত্তি করি। অনেক রকম করেছি, কিন্তু আমার মনের মতন একটীও হয় নাই। যখন মনের মতন কত্তে পাল্লেম না, তখন সে কায ত্যাগ করাই উচিত। আমি এ স্থানে আর থাকবো না; আমার বহু যত্নের গঠন কাকে দিয়ে যাব! শুনলেম আপনিও একজন মাধুরি-উপাসক, যদি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন, আমি আপনাকেই সেইগুলি দিই।

হেম। তাতে আপনার লাভ?

হীরা। ক্ষতি লাভ কখন গণনা করি না, সুতরাং বলতে পারি না।

হেম। আমায় দিয়ে যদি সুখি হন, আমি নেবো (জনান্তিকে) আজকে দানের পালা।

হীরা। আগে আপনি দেখুন, আপনার উপযুক্ত কিনা?

হেম। কোথায় গেলে দেখ্‌তে পাই?

হীরা। আজ সন্ধ্যার সময় এই ঠিকানায় গেলেই আপনি দেখতে পাবেন। আহা! এ স্ত্রীলোকটী কে? আমি আপনাকে কখন দেখেছি?

সাহা। আমি সামান্য বণিতা। আমায় দেখে থাকবেন তার বিচিত্র কি?

হীরা। সন্ধ্যার সময় যাবেন কি?

হেম। যাব।

হীরা। যে আজ্ঞে, তবে চল্লেম?

(হীরার প্রস্থান।

হেম। রঙ্গিণী এ কি রঙ্গ ?

সাহা। আমি কেমন করে জান্‌বো ?

হেম। অবশ্যই জান ; আমার প্রয়োজন আছে চল্লেম।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

হেম। আহা! যতদূর নয়ন যায়, ততদূর কেবল সুন্দর মূর্ত্তি। একটু বিশ্রাম করি, আবার তোমাদের প্রাণ ভরে দেখ্‌ব।—

(উপবেশন ও গীত)

বেহাগ—একতালা।

যাগো কুসুম যাগো কি আসে।
নীলিমায় কেন তারকা ভাসে॥
কেন নিশাকর ঢালিছে কিরণ,
তরুলতা কেন নাচ রে,
বিজনে মাধুরী বিলাইছ কারে॥
নীরবে কি রবে, ভাষ বারে বারে,
কার সোহাগে, কি অনুরাগে
বন মাঝে সাজিয়াছ রে॥

প্রস্তরমূর্ত্তি রূপে নিগার প্রভৃতির প্রবেশ।

(গীত)

লুপ খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ফুল তুলি আয়লো সজনি, সাজবো মনের সাধে।
দেখবো কেমন প্রেমিক অলি কাঁদে কিনা কাঁদে॥
কুসুমের মালা গাঁথা, একলা কেন পররে লতা;
তুলবো রতন, কুসুম ভূষণ ধরবো রসিক চাঁদে॥
ধরবো মোহিনী ছবি, সাজবো আজ বন দেবী,
রাখবো খোঁপাতে বেঁধে মদনেরি ফাঁদে॥

হেম। (চমকিতে) এ কি এ স্থানে জনপ্রাণি নাই, এ সঙ্গীত কোথা থেকে হচ্চে! পাষাণ পুত্তলিরা গান কচ্চে না কি? নীরব হলো।

(গীত)

পরজ—যৎ।

নিহা। পাষাণ প্রাণে পাষাণ বল করিনা করিনা মানা।
পাষাণ নয়, এ প্রাণে মাখা, কে পাষাণ তা গেছে জানা॥
জেনেশুনে পাষাণ প্রাণে, প্রাণ সঁপেছি পাষাণে,
যে জানে সে জানে, কেন, পাষাণ করি উপাসনা॥

হেম। (একটী পুত্তলিকার নিকট গমন করিয়া) না এই স্থানে গান হচ্চে। একি প্রস্তর প্রতিমা, না কুহক মাত্র। মরি রি কি মোহিনী প্রতিমা!

সাহা। (নিহারের হস্ত ধারণ করিয়া) এই আমার দান গ্রহণ করুন।

নিহা। নাথ! আমি এতদিন পাষাণ হয়েছিলাম, তোমার দর্শনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো।—

হেম। প্রিয়ে আমায় ক্ষমা কর।

নিহা। যদি সহস্র বৎসর পাষাণ হয়ে থাকতেম, এই কথাতেই তার শোধ হতো।

হেম। (সাহানার প্রতি) তোমার দান আমি আদর করে নিলাম, কিন্তু তুমি আমায় আদর্শ দিলে না।

সাহা। আমি তোমার মত মিথ্যাবাদী নই; তুমি যেমন মিছে করে বল আমায় ভালবাস, (সম্মুখে আর্সি ধরিয়া) তোমাদের দুজনের মুখের ভাব তোমার ছবিতে তুল।

হেম। না, না, কেবল আমাদের মুখের ভাব তুলিতে তুল্যে হবেনা; এ মুখখানিও চাই, আমার হৃদয়ের যোগিনীও সেই পুরুষ প্রকৃতির আরাধনা করবে, তোমায় ভালবাসি বলছি; আবার বল দেখি আমি মিথ্যাবাদী।

(গীত)

লুম—খেম্‌টা।

যামিনী মাতোয়ারা, মাতোয়ারা প্রাণ রে।
মাতোয়ারা চলে, সুধা কানে কান রে॥
কুসুম মাতোয়ারা, মাতোয়ারা তারা।
মাতোয়ারা শশী, মাতোয়ারা ভান রে।

যবনিকা পতন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক সকল কলিকাতার প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।